খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 07 ❑ 02 May, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মতুয়া ভোট কোন দিকে, প্রশ্ন ঘুরছে বাগদায়

প্রতিনিধি ঃ দলবদল কি মেনে নেবেন বাগদার মানুষ, নাগরিকত্ব নিয়ে কী অবস্থান নেবেন বাগদার মতুয়া উদ্বাস্তু সমাজের মানুষেরা— এই দুটি প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাগদারা রাজনীতিতে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বাগদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ভোটে জয়লাভ করার পর তিনি দল বদল করে তৃণমূল শিবিরে নাম লেখান। পরবর্তী সময়ে দল তাকে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও করেন। কিন্তু তার এই দলবদল বাগদার অনেক মানুষই ভালো চোখে মেনে নেননি। তাদের বক্তব্য, যে মানুষকে আমরা বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছিলাম, তিনি কী করে আমাদের মতামত না নিয়ে অন্য দলে চলে যেতে পারেন!

যদিও এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবুর ব্যাখ্যা, বিধায়ক কোন দলের হয় না। বাগদার উন্নয়নের স্বার্থে আমি তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। ইতিমধ্যেই বাগদায় একটি ইলেকট্রিক চুল্লির কাজ শুরু করেছি। একটি ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের অনুমোদন করিয়েছি। দমকল স্টেশন তৈরির জন্য জমি রাখা হয়েছে। বাগদা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে সিজার ব্যবস্থা চালু করেছি। এছাড়াও বাগদা ব্লক জুড়ে প্রায় ৯০ কোটি টাকার রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে।

বিশ্বজিৎ বাবু যতই ব্যাখ্যা দিক না কেন, লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে বাগদার মানুষের কাছ থেকে তার দলবদল নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে। বিশ্বজিৎ বাবুকে এবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বকে সব থেকে বেশি ভাবাচ্ছে বাগদায় তৃণমূলের দীর্ঘদিনের গোষ্ঠী কোন্দলের ইতিহাস। যে কোন ভোট এলেই তা মাথা চাড়া দেয়। সামগ্রিকভাবে বাগদার নেতা-নেত্রীরা বিশ্বজিৎ বাবুর হয়ে প্রচারে নামলেও গোষ্ঠী কোন্দলের চোরাস্রোত বাগদা জুড়ে বয়ে যাচ্ছে বলেই কর্মীদের অনেকে জানাচ্ছেন। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে সবথেকে বেশি মতুয়া ও উদ্বাস্তু সমাজের মানুষ বসবাস করেন বাগদা বিধানসভা এলাকায়। বাগদা বিধানসভায় বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ভোটার রয়েছে। প্রায় ৫৮ ভাগ তপশীলি ভোট।

কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি সিএএ লাগু করেছে। এরপরই অবশ্য মতুয়ারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একপক্ষ পথে নেমে আন্দোলন করে দাবি করছেন সিএএতে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের কথা বলা নেই। আবেদন করে নাগরিকত্ব নিতে হবে। ফলে তারা তা চান না। অন্যপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, সিএএ নাগরিকত্ব দেয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না। নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়া উদবাস্তুদের মানুষদের কাছে টানতে তৃণমূল বিজেপি দুপক্ষই উঠে পড়ে লেগেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাগদা ব্লকে বিজেপি যথেষ্ট ভালো ফল করে আসছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর প্রায় ২৩ হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন। ২০২১ সালেও বিজেপির প্রার্থী হয়ে প্রায় ১০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। গত পঞ্চায়েত ভোটে বাগদা ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩টি পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। বাগদা বিধানসভা থেকে এবারও এগিয়ে থাকার বিষয় আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব।

দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'বিশ্বজিৎ দাস বাগদায় কি উন্নয়ন করেছেন জানিনা। তবে পঞ্চায়েত ভোটে ভোট লুট, সন্ত্রাস, ব্যালট বাক্স ছিনতাই এসব যে করেছেন তা বাগদার মানুষ সকলেই দেখেছে। টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতে প্রার্থী পদ বিক্রি হয়েছে বলেও তৃণমূলের লোকেরা দাবি করেছিল। এসবের জবাব লোকসভা ভোটে মানুষ দেবেন।

বনগাঁ লোকসভায় বামেরা এবার কোন প্রার্থী দেয়নি। কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হচ্ছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস। তার বাড়িও বাগদা বিধানসভা এলাকায়। তিনি নিজেও মতুয়া পরিবারের সন্তান। বাগদা বিধানসভা থেকে ভালো ফল করার বিষয়ে আশাবাদী প্রদীপবাবু। তিনি বলেন, 'বাম-কর্মী সদস্যরা আমার পাশে থেকে সক্রিয়ভাবে প্রচার শুরু করেছেন। মতুয়া পরিবারের সন্তান হিসেবে মতুয়া উদ্বাস্তুদের ভোটও আমি পাব। সব মিলিয়ে ত্রিমুখী লড়াইয়ে জমে উঠেছে বাগদার ভোটের ময়দান।

কাজের খোঁজে ভারতে এসে পাচারকারীদের খপ্পরে, অবশেষে দেশে ফিরল যুবতী

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দরে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে মা। পেট্রাপোল বন্দরে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বাংলাদেশি যুবতী। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, বান্ধবীর মিষ্টি কথায় ভুলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিউটি পার্লারের কাজের জন্য

চতুর্থ পাতায়...

দাদা খুনে ধৃত ভাইকে নিয়ে ঘটনার পুনঃ নির্মাণ পুলিশের

প্রতিনিধি ঃ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে দাদাকে খুনের অভিযোগে তার ভাই মশিয়ার রহমানকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল গাইঘাটা থানার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত ভাইকে নিয়ে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকদের সামনে অভিযুক্ত দেখিয়ে দেয় কোন পথে কিভাবে এসে তার দাদা মিজানুর রহমানকে খুন করেছিল সে। দাদার খুনের ধৃত জানায় গোবরডাঙার একটি দোকান থেকে দা কিনে জামদানি এলাকায় এসে দাদাকে

চতুর্থ পাতায়...

সেতু ভেঙে নদীর জলে ডাম্পার, জখম ১

প্রতিনিধি ঃ পাথরের টুকরো বোঝাই ডাম্পার সেতুর উপরে উঠতেই বড়সড় বিপত্তি। হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু। ডাম্পারটি পড়ল নদীর মধ্যে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার

ট্যাংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুটিয়া এলাকায়। শব্দ শুনে স্থানীয় কৃষকেরা ও বিএসএফ ছুটে এসে গুরুতর জখম ট্রাক চালককে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। খবর পেয়ে বিএসএফের কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দ্রুত সেতু নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ শুরু করেছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভেঙেপড়া সেতুটির একদিকে বনগাঁর সুটিয়া। ওপারে বাগদার বাঁশঘাটা গ্রাম। মধ্যখানে কোদালিয়া নদী। তাঁরকাঁটা সংলগ্ন বিএসএফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সড়কের উপর এই সেতুটি ২০০০ সালের আগে তৈরি হয়েছে। বাগদার বাঁশঘাটা গাঙ্গুলিয়া মুস্ত ফাপুর বয়রা সহ গোটা ১৫ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ফুল, সবজি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। বনগাঁ হাসপাতাল আদালত সহ যেকোনো জরুরী প্রয়োজনে এই সড়কই প্রধান ভরসা তাঁদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছর বছর রং করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেতুটির প্রকৃত সংস্কার হয় না। সে কারণেই ভেঙে পড়ল। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সেতু। বিএসএফ কে বারবার জানানো হয়েছে। উদাসীনতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলো। দেশের নিরাপত্তার খাতিরে বিএসএফ জওয়ানদের কথা ভেবে দ্রুত সেতুটি সংস্কারের দাবি করছি।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❑ সংখ্যা ০৭❑ ০২ মে, ২০২৪ ❑ বৃহস্পতিবার

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনই জনগণের কাম্য

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ যেন রাজনীতির এক অঘোষিত সাংবিধানিক নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে বা দলকে বড় দেখাতে অবলীলায় মিথ্যার ফুলঝুরি বলেই চলে নেতা-নেত্রীগণ। আসলে সুললিত ছন্দবদ্ধ ভাষাবন্ধে আবদ্ধ বক্তব্যই সাধারণ মানুষের মন জয় করে নেয়। এর জন্য বোধহয় রসিক বক্তাগণ 'সাহিত্যিক- গুণ্ডা' (কথিত) পুষে রাখেন। কিন্তু বক্তাগণ কী বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝে বক্তব্য দেন, না কী তোতাপাখির মতো মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেন? যুক্তিবাদীর দল বলে, বক্তব্য হোক যথার্থ। তার মধ্যে যেন কপটতা না থাকে। যেন থাকে না কোন মিথ্যার আশ্রয়। সাম্প্রতিক সময়ে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের যুযুধান দুইপক্ষের প্রার্থীদ্বয় তাঁদের বক্তব্য পেশ করে চলেছেন, সেখানে একজন তো সিএএ নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছেন (আরটিআই তথ্য অনুযায়ী)। আরেকজন যথাসম্ভব তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করছেন। তার মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমন তো থাকছেই। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কোন নাগরিক স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে বা বক্তব্য রাখতেই পারে। তাই বলে তার মধ্যে যেন মিথ্যার আশ্রয় না থাকে। একপক্ষ বা কোন স্বাধীন সংগঠন সিএএ বিরোধী বক্তব্য দিতে গেলে অন্যপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বলে এ কেমন রাজনীতি! এতো হিংসা- প্রতিহিংসার রাজনীতি! এ রাজনীতি মানুষ চায় না। মানুষ চায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বিরোধ সুষ্ঠু নির্বাচন। সেখানে যেন রক্তক্ষয় না হয়। তাহলেই আপামর জনগণ খুশি। তাতেই তাদের শান্তি।

চাঁদপাড়া বামেদের মে' দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে সারা দেশের বামপন্থী সংগঠনগুলি। এদিন সকালে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় সি পি আই এম এর উদ্যোগে দলীয় নেতা কর্মীগণ স্থানীয় দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে দিনটি পালন করেন। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ দলনেতা দিলীপ রায়, শহীদ বেদীতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী আকাশ শীল, তপন দে, ময়ূখ মণ্ডল, বাপ্পা চৌধুরী প্রমুখ। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সিপিআইএম নেতা কপিল ঘোষ। ১৮৮৬ সালে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে

আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ এবং পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিকদের স্মরণ করেন প্রবীণ বাম নেতা কপিল ঘোষ।

অন্যদিকে এদিনেই চাঁদপাড়া ষ্টেশন চত্বরে সিটু রেল হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে মে দিবস ও শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান সম্পন হয়। ইউনিয়ন অফিস ও প্রাঙ্গন ফুল মালা পতাকা ও ফ্লেক্স ফেস্টুনে সাজানো হয়। পতাকা উত্তোলন, শহীদ স্মরণ শেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সংগীত ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান।

গোবরডাঙা নকসার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিনভর গত ১ মে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা। এদিন সকালে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নানা কর্মসূচীর সূচনা হয়। মনোজ্ঞ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্মৃতি চারনায় অংশ গ্রহন করেন সংস্থার অতীত ও বর্তমানের সদস্যরা। সংস্থার প্রানপুরুষ বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশিস দাস ও নাট্যব্যক্তিত্ব ও স্বনামধন্যা অভিনেত্রী দীপান্বিতা বনিক দাস সকলকে স্বাগত জানান। অপরাহ্নে সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় সংস্থার সকল সদস্যরা। ছোটদের নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

সন্ধ্যায় গুরু প্রনাম অনুষ্ঠানে গোবরডাঙা পৌরসভার সংস্কৃতি ও নাট্য প্রেমী পৌরপতি শংকর দত্ত ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়কে উত্তরীয় ও নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে গোবরডাঙার নাট্য চর্চার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে নাট্যচর্চা ও প্রসারে নকসা নাট্যদলের গৌবরময় ইতিহাস তুলে ধরে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। সংস্থার জন্মদিন উপলক্ষে সদস্যরা সকলে মিলে কেক্ কাটেন এবং উপস্থিত সকলের হাতে কেক্ তুলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানান, মধ্যাহ্নে ও রাতে ছিল সকলের জন্য আহারের ব্যবস্থা। নকসা আয়োজিত বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৬

ব্যক্তি ডারউইন :- অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ডাক্তার ইরাসমাস ডারউইন একটি পরিচিত নাম। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, লেখক, অনুবাদক, সবের সম্বন্ধে ইরাসমাস এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি "জুনোমিয়া" নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "যে সব প্রাণীর রক্ত গরম, তারা সবাই একই সূত্র থেকে এসেছে একথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে ! ইরাসমাসের পুত্র রবার্ট ডারউইনও বেছে নিয়েছিলেন চিকিৎসকের জীবিকা।

বিবর্তন বাদের জনক ডারউইনের : ১৮৩৯সালে ৩০ বছরের যুবক ডারউইন বিয়ে করলেন তাঁর মামাতো বোন এমা ওয়েজউডকে। ওই বছরেই এমা প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। যার নাম উইলিয়াম ইরাসমাস ডারউইন। পরবর্তী জীবনে আরও নয়টি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন ডারউইন। লন্ডন শহরের ১২ নম্বর আপাং গাওয়ার স্ট্রিটের যে বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন চার্লস আর এমা, সেই বাড়ি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে যায়।

ডারউইনের চিন্তার মূল উৎস : ডারউইন বলেছিলেন, "বিগল জাহাজের সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ,যা আমার জীবন দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।" ১৮৩১ এর ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৩৬ এর ২রা অক্টোবর ঠিক পাঁচ বছর বিগল এর যাত্রা। ঠিক পাঁচ বছর পরে ফল মাউথ বন্দরে নোঙর করেছিল বিগল। এই পাঁচ বছরের বিগল ছুঁয়ে এসেছে ব্রাজিল,আর্জেন্টিনা, টিয়েরাদেল, কুয়েগো, উরুগুয়ে, পাটাগোনিয়া, চিলি, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, গ্যালানাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, স্পর্শ করেছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াকে তারপর ভারত মহাসাগরের বুক চিরে মুখ ফিরিয়েছে দেশের দিকে কেপ টাউন, সেন্টহেলেনা হয়ে ফলম উথের ঠিকানায়।

এই সুদীর্ঘ পথে ডারউইন দেখে এসেছেন পৃথিবীর কিছু গহীনতম অঞ্চল। সংগ্রহ করেছেন প্রচুর উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মথ, প্রজাপতি, শামুক, পাথর, জীবাশ্ম এবং সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চতুস্পদ প্রাণীদের জীবাশ্ম আর গ্যালালাগোস দ্বীপপুঞ্জের বহু বিচিত্র প্রজাতিগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁকে। ডারউইনের চিন্ত াভাবনার মূল উৎস এখান থেকে। শুরু হল ডারউইনের লেখালেখি। প্রকাশিত

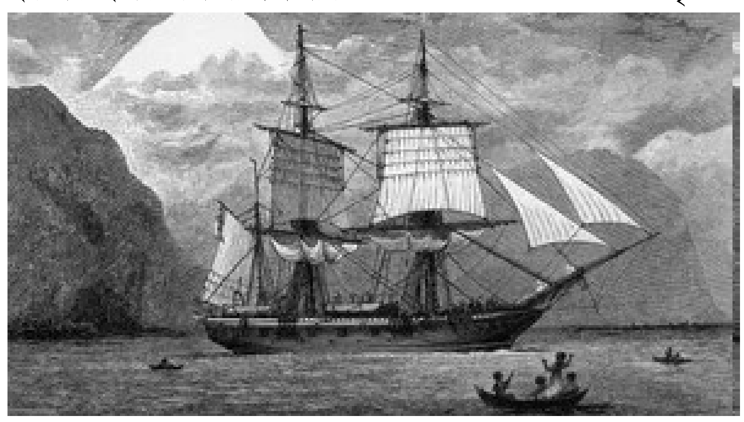

ডারউইন 'বিগল' নামক জাহাজে বিশ্ব পরিক্রমা করেছিলেন। ছবি ঃ গুগুল

হল জার্নাল অফ রিসার্চেস জিওলজি অফ দা ভয়েস অফ দা বিগল, দ্যা স্ট্রাকচার ডিস্ট্রিবিউশন অফ কোরাল রিফস এবং জিওলজিক্যাল অবজারভেশন অফ ভলক্যানিক আইল্যান্ড এন্ড অন সাউথ আমেরিকা। ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

সমুদ্রযাত্রা শুরুতেই কেপভি ভাড়ড়ে আর্কিপেলাগোতে অবস্থিত সেন্ট জ্যাগোদ্বীপে ভ্রমণের সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সহ যেসব দেশে গমন করেছিলেন, তাদের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন প্রণালী বিস্তর পরিমাণে সংগৃহীত চতুস্পদ প্রাণীদের হাড়গোড় এবং ফসিলের উপর একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে ডারউইন একজন হাতে কলমে শিক্ষা পাওয়া তাত্ত্বিক প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অচিরেই এইসব বিষয়ের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হন এবং জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক পদে মনোনীত করা হয় তাঁকে। ১৮৩৯ সালে তা জার্নালে প্রকাশিত হয়। ফিঞ্জবয়েজ অফ অ্যাডভেনচার এন্ড বিগল-এর সঙ্গে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে প্রশংসার বার্তা আসতে থাকে।

নতুন নতুন প্রজাতির ধারণা : ডারউইন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ম্যালথাসের রচনা পড়ার পরই তার মনে হয়েছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সুবিধাজনক জৈবিক রূপগুলো টিকে থাকবে আর অসুবিধাজনক রূপগুলি লুপ্ত হয়ে যাবে। আর এ ঘটনার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হবে নতুন নতুন প্রজাতি। ১৯৫৯ সালে অরিজিন অফ স্পেসিস প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস। পরের বছর এ বইয়ের পাতায় মগ্ন কার্ল মার্কস। ১৮৬০ সালে একুশে ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লিখেছেন, 'আমাদের ধারণার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই গ্রন্থটি। এঙ্গেলস তাঁর ডায়ালেকটিকস অফ নেচার গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের জগতে তিনটি ঘটনাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবকোশ আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও তার রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার, আর ডারউইন এর আবিষ্কার। অর্থাৎ মার্কস এঙ্গেলসের চোখে চার্লস ডারউইনের আবিষ্কার ছিল এক প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আবার ডায়ালেকটিকস অফ নেচার এর পৃষ্ঠায় ডারউইনের কিছু সমালোচনাও করেছেন এঙ্গেল। আত্মরক্ষা বা উদ্বতনের জন্য সংগ্রামের উপর একপেশে ভাবে অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন ডারউইন, যা এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক বলে মনে হয়নি। প্রকৃতি নির্বাচন বা সম্বন্ধের কিছুটা ভিন্নমত ছিল এঙ্গেলসের। সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তাতে সব থেকে শক্তিশালীরাই প্রধানত টিকে থাকলেও অন্য অনেক দিকের বিচারে দূর্বল সত্ত্বাও পরে টিকে থাকতেও বলেছেন তিনি। ডারউইনের ভাবনা চিন্তার অনেক কিছুই আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিত্যক্ত সংশোধিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে আজও চলেছে বিতর্ক। চলবে...

আজীবন সহিত্য সাধক সম্মান লাভ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের

নীরেশ ভৌমিক ঃ সাহিত্য প্রসারে অসামান্য অবদানের জন্য আজীবন সাহিত্য সাধক সম্মানে ভূষিত হলেন গোবরডাঙার বাসিন্দা বিশিষ্ট কবি ও লেখক এবং সাহিত্য সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। হাবড়া'র অনুভব সমাজ ও সাহিত্য শীর্ষক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ৭ এপ্রিল ঝিকরা আমন কান্দিয়া বনসাই গার্ডেনে অনুষ্ঠিত সহিত্যসভায় বাসুদেব বাবুকে সাহিত্য প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই সাহিত্য সাধক সম্মানে ভূষিত করা হয়। পুষ্পস্তবক, মানপত্র, স্মারক ও অর্থিক পুরস্কার শ্রী মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, সংস্থার কর্ণধার সাহিত্য সেবি তমাল বনিক ও তাঁর সহধর্মিনি শিপ্রা বনিক। এই বিরল সম্মান ও পুরস্কার লাভ করে অভিভূত বাসুদেব বলেন, এই সম্মান আমাকে অভিভূত করেছে।

বাসুদেব বাবু এক সাক্ষাৎকারে জানান, ইতিপূর্বে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধির হাত থেকে আকাদেমি অফ বেঙ্গলি পোয়েট্রি সারস্বত সম্মান পেয়েছি। ওপার বাংলার বিভিন্ন সংগঠনের নিকট থেকে একাধিকবার সাহিত্য সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছি। বাসুদেব বাবু আরও জানান, এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং বহু গুনীজনের সমাগমে আজকের এই সম্মান ও পুরস্কার লাভ আমাকে আপ্লুত করেছে। শ্রী মুখোপাধ্যায় তমাল বাবুর পরিবার পরিজন সহ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সাহিত্য প্রেমী ও বহু বিশিষ্ট মানুষজনের উপস্থিতিতে এদিনের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব বাবুর সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

সিএএ তে ১০ হাজার মতুয়ারা আবেদন করেছে, ভোটের প্রচার শেষে জানালেন শান্তনু ঠাকুর, মিথ্যাবাদী বলে কটাক্ষ বিশ্বজিতের

প্রতিনিধি ঃ নাগরিকত্ব দাবীতে মতুয়া উদ্বাস্তু সমাজের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি দেশজুড়ে লাগু হয়েছে সিএএ। ভোট ঘোষণার দিন কয়েক আগে সিএএ লাগু হওয়ার পর থেকেই পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার চালিয়ে মতুয়া উদ্বাস্তুদের কাছে টানতে চাইছে বিজেপি তৃণমূল উভয় পক্ষই। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রত্যেকটা সভা থেকে মন্তব্য করছেন, সিএএ তে আবেদন করলে নাগরিকত্ব চলে যাবে। বঞ্চিত হবে সমস্ত সরকারি প্রকল্পের থেকে। একাধিক তৃণমূল নেতারা মতুয়াদের বলছেন ফরম ফিলাপ করলে বেনাগরিক হয়ে যাবেন। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর এবার গাইঘাটা বাজারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সেই প্রসঙ্গ তুলে কয়েক হাজার মতুয়া সিএএ এর জন্য ফরম ফিলাপ করেছে বলে দাবি করলেন। প্রচার শেষে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ১০ হাজার মতুয়ারা সিএএ-এর ফর্ম ফিলাপ করে আবেদন করেছে। মতুয়া মহা সংঘের মাধ্যমে ফর্ম ফিলাপ চলছে। সিএএ মানুষের অধিকার। যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা ভারতবর্ষের নাগরিক নয়, তাদের অবশ্যই নাগরিকত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার কি বলছে না বলছে তাতে কোন যায় আসে না। আমরা মতুয়া মহা সংঘের কার্ড করিয়ে দিচ্ছিলাম, যাতে এই মানুষগুলোর কোন অসুবিধা না হয়। এই মুহূর্তে আমাদের ৫ লক্ষ সদস্য আছে, যারা কার্ড হোল্ডার। এদের আমরা সিএএ-এর জন্য আবেদন করাচ্ছি। ইতিমধ্যেই প্রায় দশ হাজার জন আবেদন করেছেন। এরপর যারা নতুন করে আসবে তাদের জন্য আমরা শিবিরের আয়োজন করব।

শান্তনু ঠাকুরের দাবিকে নস্যাৎ করে তাকে মিথ্যাবাদী বলে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ লোকসভা তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, শান্তনু শুধু মিথ্যা কথা বলে। এই পাঁচ বছরে এই একটাই কাজ শিখেছে। মিথ্যে কথা বলা। একজন মতুয়াও সিএএ-তে আবেদন করেননি।

৪৮ বছরে পা দিলো গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম

প্রতিনিধি ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার এক অন্যতম প্রাচীন দল নাবিক নাট্যম। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০২৪ আজও তারা নিয়মিত থিয়েটার চর্চা করে চলেছে। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও তারা পালন করলো তাদের জন্মদিন তথা প্রতিষ্ঠা দিবস। গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম পা দিলো ৪৮ বছরে। এ বছর তারা গোবরডাঙ্গার অন্নপূর্ণা প্যালেসে তাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবস টি উদযাপন করে। বিশিষ্ঠ অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নির্দেশক প্রদীপ রায় চৌধুরী, শ্যামল দত্ত, অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র অধিকারি, বিশিষ্ঠ সংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, নাট্যকার কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়,প্রাক্তন পৌরপ্রধান সুভাষ দত্ত ও কাউন্সিলর বাসুদেব কুন্ডু। দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সোমনাথ রাহার বক্তব্যে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি, সকল আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য রাখেন এবং তারা নাবিক নাট্যমকে এই দীর্ঘ সময়ের থিয়েটার চর্চার জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং আগামী দিনে তাদের থিয়েটার চর্চা যাতে আরও সুদূর প্রসারি হয় সেই কামনা করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বহু বহিরাগত শিল্পী ও গোবরডাঙ্গার বেশকিছু নাটকের দল মিলে একটি জমজমাট অনুষ্ঠান উপহার দেন দর্শক মহল কে। নাবিক নাট্যম এর সদস্য সৌরজ্যোতি অধিকারির গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে ছিলো বেশ কিছু আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান, ছিলো চাঁদপাড়া অ্যাক্টর নির্দেশক, সুভাষ চক্রবর্তীর ম্যাজিক শো, নৃত্যাল্পনা ড্যান্স গ্রুপের একটি কোলাজ অনুষ্ঠান, ছিলো চিত্তপট নাট্য সংস্থার শ্রুতি নাটক, ছিলো শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তিপাঠ ও শুভেচ্ছা বার্তা এবং তানিশার নৃত্য, প্রিয়েন্দুশেখর দাসের আবৃত্তি,গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম এর নৃত্য ও আবৃত্তি, স্বপ্নচর নাট্য সংস্থার নাটকের গান, ছিল গোবরডাঙ্গা নাট্যায়নের শিল্পীদের সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। চিরন্তন নাট্য সংস্থার নৃত্য এছাড়াও বহু বহিরাগত শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে এক অসাধরণ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম যা দর্শকমহল বহুদিন মনে রাখবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাবিক নাট্যম এর জন্মদিন তথা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার প্রত্যেকটি নাট্য দল উপস্থিত হয়েছিল তাদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা ও সোমনাথ রাহা সকল নাট্যদল গুলিকে অভিনন্দন জানান এই বিশেষ দিনে তাদের পাশে থিয়েটারের বন্ধু হিসাবে থাকার জন্য।

গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদে বিপ্লবী এম এন রায় স্মরণ ও আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ এপ্রিল গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদের কক্ষে বিশিষ্ট দার্শনিক ও বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় স্মরণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা পরিষৎ এর প্রান পুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও গবেষক দীপক কুমার দাঁ এর আহ্বানে মহান বিপ্লবী এমএন রায় এর জীবন, কর্ম ও তাঁর দর্শন এর উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন বিশিষ্ট যুক্তিবাদী, আলোচক ও লেখক অশোক মুখোপাধ্যায় এবং দেশের মহান সন্তান শ্রী রায়ের বিপ্লবী সংগঠন এবং তাঁর যুক্তি ও সৃজনশীলতা বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট যুক্তিবাদী কর্মী ও গবেষক ভাস্কর সুর। বিশিষ্ট বক্তাদ্বয়ের আলোচনায় বিপ্লবী এম এন রায়ের দর্শন, আন্দোলন, দেশবাসী ও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অবদান সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে। বর্ষীয়ান গবেষক ও সমাজকর্মী নবকুমার বিশ্বাস এর পরিচালনায় গবেষনা পরিষৎ আয়োজিত এদিনের আলোচনা সভা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

গাইঘাটার আশ্রমিক ছাত্র রাহুলের সাফল্য

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পড়ুয়া অসহায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান রাহুল মিস্ত্রি এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের ও আশ্রমের সুনাম বৃদ্ধি করল। আশ্রমের পরিচালক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ জানান, রাহুল আমাদের আবাসিক আশ্রমে থেকে গাইঘাটা হাই স্কুলে পড়াশুনো করে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে ৪১৪ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। রাহুলের এই সাফল্যে অতিশয় খুশি আশ্রমের অন্যান্য আবাসিকগণ।

চাঁদপাড়ায় শিক্ষা কর্মী অমিতাভ দাসের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক: ৪২ বৎসরের সুদীর্ঘ কর্মজীবন শেষে গত ৩০ এপ্রিল অবসর গ্রহণ করেন চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবিথী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সহায়ক অমিতাভ দাস। এদিন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা-কর্মী ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ অশ্রু সজল নেত্রে ও নানা উপহারে তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষা সহায়ক অমিতাভ বাবুকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এদিন মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের হলঘরে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি শান্তিপদ বিশ্বাস, সদস্য পলাশ বিশ্বাস ও সুপ্রিয়া বিশ্বাস, প্রাক্তন শিক্ষক মানিকলাল মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতী রায়, ছিলেন বিদায়ী শিক্ষাকর্মী অমিতাভ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল দাস, সহধর্মিনী ইন্দ্রানী দাস ও কন্যা প্রিয়া ও নাতনি সৃজা সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা'গণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কন্ঠে কবিগুরুর 'এই মনিহার আমার নাহি সাজে' সংগীতের মধ্য দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রধান শিক্ষক রবিউল বাবু বিদায়ী শিক্ষা সহায়ক অমিতাভ বাবুর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মানিক মুখার্জী সহঃ প্রধান শিক্ষক গৌতম সাহা, সভাপতি শান্তি পদ বিশ্বাস, শিক্ষাব্রতী মিনতি রায় এবং দাদা গোপালবাবু বিদ্যালয় অন্ত প্রাণ অমিতাভ বাবুর কর্মজীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে তার অবসর জীবনের সুখ-শান্তি ও সুস্থতা কামনা করেন এবং বিদ্যালয়কে চিরদিন স্মরণ করার আহ্বান জানান। উপস্থিত বিদ্যালয়ের পড়ুয়া'গণ শ্রী দাসের হাতে নানা উপহার তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জানা যায়, অমিতাভ বাবুর পিতা বিদ্যালয় এর কর্মী, রামপদাসের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর পর ১৯৮৩ সাল থেকে অমিতাভবাবু এই বিদ্যালয়ে কর্মে যুক্ত হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসের পরিচালনায় অমিতাভবাবুর এদিনের বিদায় অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট
ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ
দেখার জন্য স্ক্যান করুন
আমাদের এই কোডে অথবা
ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর
যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি
যুক্ত কাঠের ফার্নিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্নিচার

মাইম একাডেমীর নতুন মুকাভিনয় ‘বেঁচে থাকার লড়াই’

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী কালচারের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘বেঁচে থাকার লড়াই’। নতুন এই মুকাভিনয়টি সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল সংস্থার জানকি মঞ্চে। নাটকটিতে একজন সহায়- সম্বলহীন দরিদ্র কৃষকের জীবন সংগ্রাম সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মুকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। অন্যতম অভিনেতা ও সহনির্দেশক ধীমান সমাদ্দার, জয়জিৎ বিশ্বাস, সোমাশ্রী বায়েন, জয়িতা ঢালি,

সজল বিশ্বাস, দেবব্রত বাক্‌চি, সংগীতা বিশ্বাস, জয়িতা ঢালি, জয়জিৎ মণ্ডল প্রমুখের অনবদ্য অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। ভারত সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে প্রযোজিত নতুন নাটকটি দিকে দিকে মঞ্চস্থ হচ্ছে বলে সংস্থার পরিচালক চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান।

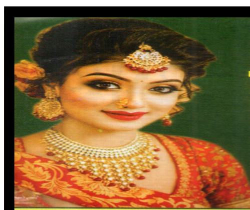

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি সি জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

এন পি সি অপটিক্যাল
বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স — যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায়
নিউ পি সি জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

সিএএ বিরোধী প্রচার করতে এসে বিজেপি কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে মানিক ফকিরের সংগঠন, থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ বাটামোড়ে বাংলাপক্ষ পর ফের বাগদায় সিএএ বিরোধী প্রচার করতে গিয়ে বিজেপি নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পড়ল ধামাল নামে একটি সংগঠনের কর্মীরা। শনিবার রাতে তাদের বাধা দেয়ার অভিযোগ এনে ৫ জনের বিরুদ্ধে সংগঠনের কর্মীরা বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

সংগঠনের কর্মীরা জানিয়েছেন, 'শনিবার রাতে দলিত আদিবাসী মাইনরিটি আন্দোলন লীগ (দামাল) এর পক্ষ থেকে সি এ এ বিরোধী প্রচার করা হচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় কয়েক জন বিজেপি কর্মী প্রতিবাদ জানিয়ে মাইক বন্ধ করতে বলে। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল তর্কাতর্কি। গাড়ির মাইক বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালায় যুবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগদা থানার পুলিশ। কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই বিষয়ে সংগঠনের কর্তা মানিক ফকির বলেন, 'সি এ এ নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সত্যি কথা প্রচার করতেই বিজেপির লোকজন এসে মাইক বন্ধ করতে বলে। আমাদের তেড়ে আসে। আমরা এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।

অভিযোগ অস্বীকার করে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'বিভিন্ন নামে তৃণমূলেরই সংগঠন সিএএ নিয়ে ভুল প্রচার করে বেড়াচেছ। সাধারণ মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে এর সঙ্গে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই। বাগদা পশ্চিম তৃণমূল সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে । মানিক ফকিরও তাদের সংগঠনের মাধ্যমে সিএএর বিরুদ্ধে প্রচার করছে । এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজেপিকে মানুষ এবার প্রত্যাখ্যান করবে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক: বিগত বছর গুলির মত এবারও গ্রীষ্মাকাশে আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য-কর্মশালার আয়োজন করে গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। গত ২২ এপ্রিল গোবরডাঙ্গার শ্রীচৈতন্য স্কুলে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তী ভৌমিক। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ বাবুর নির্দেশে প্রশিক্ষনার্থী শিশু-কিশোর'গণ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজেরাই কাহিনী নির্বাচন, নাটক প্রস্তুত এবং অভিনয় চর্চায় মননিবেশ করে।

গত ২৮ এপ্রিল অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের অঙ্গনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থী'গণ কর্মশালায় প্রস্তুত নাটকগুলি পরিবেশন করে। 'গরীবের প্রতি অনাচার, গুপ্তধনের সন্ধানে সামান্য কুকর্ম, ধ্বংসের মুখে প্রকৃতি' ইত্যাদি চারটি মজার ও শিক্ষামূলক নাটিকা সমূহ পরিবেশন। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় সমৃদ্ধ শিক্ষামূলক নাটক গুলি সমবেত সংস্কৃতি ও নাট্য সংস্থার ছোট্ট সদস্যা আলোকবর্তিকা সহ কচিকাঁচা কুশীলব'গণ মনোরম প্রকৃতি ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ১টি গাছের চারা রোপন করে। অপরাহ্নের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক অলকানন্দ বসু, পলাশ মন্ডল, সংগীত শিক্ষক মিহিরলাল চক্রবর্তী, নাট্যপ্রেমী অনিমেষ বসাক, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাবিব প্রমুখ। সকলেই তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ-সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চা ও প্রসারে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্যের আহ্বানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকল প্রশিক্ষণার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

দেশে ফিরল যুবতী

প্রথমপাতার পর...

চোরা পথে পাড়ি দিয়েছিল যুবতী। এরপর পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে পৌঁছে যায় দিল্লী। অভিযোগ, জোর করে প্রায় দেড় বছর দেহ ব্যবসা করানো হয় তাকে দিয়ে। ফাঁক বুঝে দিল্লি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে সে। পরবর্তীতে এম রেডিওর সদস্যদের সহযোগিতায় মঙ্গলবার পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বাড়িতে ফিরল সে।

ঘটনার পুনঃ নির্মাণ পুলিশের

প্রথমপাতার পর...

পেছন থেকে কোপ মারে। ঘটনাস্থলে দাদা লুটিয়ে পড়লে সে পালিয়ে যায়। এরপরেই রাতে সন্দেহজনকভাবে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় সে স্বীকার করেছে, দাদাকে খুন করেছে। অপমানের শোধ নিতেই এই খুন। এদিন সে অপরাধের কথা স্বীকার করে নিজেই কিভাবে ঘটনা ঘটিয়েছিল তা দেখিয়ে দেয়।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626
টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**